গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
রাজস্ব বাজেট শাখা

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৪.০২.০২৮.১৮-২৬১

তারিখঃ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বাং
০২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

## '' কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা-২০১৯''

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর পরিচালন বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ উপযুক্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো ।

২। **শিরোনাম :** এ নীতিমালা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর পরিচালন বাজেটের আওতায় ''শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা-২০১৯'' নামে অভিহিত হবে। এ নীতিমালা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরী বরাদ্দের (কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর পরিচালন বাজেট এতদসংক্রান্ত কোডের) ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে ।

৩। **আবেদন প্রেরণ, গ্রহণ এবং যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া :**

ক) উক্ত খাতে মঞ্জুরী/অনুদান প্রাপ্তির নিমিত্ত আগ্রহী কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং ছাত্র/ছাত্রীদেরকে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশসহ স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন দাখিল করতে হবে ;

খ) জেলা প্রশাসকগণ উপরোক্ত ৩টি শ্রেণীতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক ক্যাটাগরি প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ৫টি আবেদন এবং ছাত্র/ছাত্রী ক্যাটাগরিতে অনধিক ২০টি আবেদন সুপারিশ সহকারে এই বিভাগে চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করবেন। ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র (এবতেদায়ী) ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫টি, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫টি, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫টি, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৩টি এবং স্নাতক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ২টিসহ মোট ২০টি আবেদন সুপারিশ সহকারে প্রেরণ করতে পারবেন ;

গ) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই পূর্বক কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক/ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা চূড়ান্ত করে সরকারের অনুমোদনেরনিমিত্ত পেশ করবে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর বাজেট শাখা সার্বিক বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করবে।

৪। **কমিটি গঠন :**

ক) জেলা যাচাই-বাছাই কমিটি :

| | | |
|---|---|---|
| ১) | জেলা প্রশাসক বা তার মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | আহবায়ক |
| ২) | জেলার সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ৩) | সিভিল সার্জন বা তাঁর প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৪) | সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার | সদস্য |
| ৫) | নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৬) | অধ্যক্ষ, সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ৭) | জেলা শিক্ষা অফিসার | সদস্য |
| ৮) | সহকারী কমিশনার (শিক্ষা) | সদস্য-সচিব |

খ) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি :

| | | |
|---|---|---|
| ১) | সচিব, কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব | সভাপতি |
| ২) | যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব (প্রশাসন)/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) | সদস্য |
| ৩) | মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের) | সদস্য |
| ৪) | মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি(পরিচালক পর্যায়ের) | সদস্য |
| ৪) | পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা | সদস্য |
| ৫) | উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (রাজস্ব বাজেট) | সদস্য-সচিব |

৫। **অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাদি :**

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদান প্রাপ্ত/অনুদান বিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত/এম.পি.ও. ভুক্ত বেসরকারি কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুঝাবে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার, আসবাবপত্র তৈরী, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয়, প্রতিষ্ঠানকে চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা এবং পাঠাগারের উন্নয়ন কাজের জন্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবে। কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনগ্রসর এলাকার অস্বচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথচ প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান ভাল এরূপ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে ;

খ) শিক্ষক বলতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদান প্রাপ্ত/অনুদান বিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত/এম.পি.ও. ভুক্ত বেসরকারি কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা বুঝাবে। শিক্ষকগণ তাঁদের দুরারোগ্য ব্যাধি ও দৈব দুর্ঘটনার জন্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবেন ;

গ) শিক্ষার্থী বলতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদান প্রাপ্ত/অনুদান বিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত/এম.পি.ও. ভুক্ত সরকারি বা বেসরকারি কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বুঝাবে। তারা দুরারোগ্য ব্যাধি, দৈব দুর্ঘটনা এবং শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবে। তবে এ বিশেষ মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে দুস্থ, প্রতিবন্ধী , অসহায়, রোগগ্রস্থ, গরীব, মেধাবী, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে ;

ঘ) বরাদ্দ পাওয়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদান প্রাপ্ত/অনুদান বিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত/এম.পি.ও. ভুক্ত কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা কমিটি সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ খরচ ব্যয় করতে হবে। অর্থ প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে অর্থ বিতরণ ও ব্যয় করতে হবে। অর্থ ব্যয়ের ০১(এক) মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ;

(ঙ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদান প্রাপ্ত/অনুদান বিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত/এম.পি.ও. ভুক্ত কারিগরি/মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হওয়ার বিষয়ে কারিগরি/মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার (মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক) প্রত্যয়ন করবেন;

চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে জেলা প্রশাসক বরাবরে অর্থের জি.ও প্রদান করা হবে। জি.ও প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক অগ্রিম বিলের মাধ্যমে ট্রেজারী হতে অর্থ উত্তোলনপূর্বক বিতরণ শেষে একই অর্থবছরের মধ্যে অগ্রিম বিলের সমন্বয় করবেন। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদান প্রাপ্ত/অনুদান বিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত/এম.পি.ও. ভুক্ত কারিগরি/মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদান প্রাপ্ত/অনুদান বিহীন) এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত/এম.পি.ও. ভুক্ত কারিগরি/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এবং শিক্ষক/ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব নামে চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

৬। **মঞ্জুরী প্রাপ্ত অর্থের শ্রেণী ভিত্তিক বিভাজন :**

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরী বাবদ অর্থ নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা হবে;

| | | |
|---|---|---|
| ১) | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১৫% |
| ২) | শিক্ষক/শিক্ষিকা | ১০% |
| ৩) | শিক্ষার্থী | ৭৫% |

৭। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন :**

| | | |
|---|---|---|
| ১) | স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংযুক্ত/স্বতন্ত্র (অনুদান প্রাপ্ত/অনুদান বিহীন) এবতেদায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১০% |
| ২) | দাখিল/এসএসসি (ভোক) সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৪০% |
| ৩) | আলিম/এইচ এসসি (বিএম)/ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৩০% |
| ৪) | ফাযিল ও তদুর্ধ্ব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ২০% |

৮। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন :

| | | |
|---|---|---|
| ১) | ১ম থেকে ৫ম শ্রেনী | ১০% |
| ২) | ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী | ৩০% |
| ৩) | ৯ম ও ১০ শ্রেণীর | ৩০% |
| ৪) | একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর | ২০% |
| ৫) | স্নাতক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের | ১০% |

৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক ক্যাটাগরিতে যথোপযুক্ত প্রস্তাব পাওয়া না গেলে ঐ ক্যাটাগরি দু'টির উদ্বৃত্ত অর্থ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে ;

১০। একক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার), একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) এবং ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ (ক) এবতেদায়ীর জন্য ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা, (খ) দাখিল/এসএসসি (ভোক) সমমানের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার), (গ) আলিম/এইচ এসসি (বিএম)/ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্য ৬,০০০/-(ছয় হাজার); (ঘ) ফাযিল ও তদুর্ধ্ব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্য ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা মঞ্জুর করা যাবে ;

১১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেয়া অর্থ এককালীন মঞ্জুরী হিসাবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রদানকৃত অর্থ অনুদান হিসাবে গণ্য হবে ;

১২। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর বাজেট শাখা আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারী করবে। বিজ্ঞপ্তির কপি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর ওয়েবসাইটে এবং একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির কপি জেলা প্রশাসক এবং সহকারী কমিশনার (শিক্ষা)-কে দিতে হবে। সহকারী কমিশনার (শিক্ষা) জেলার সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট পাসপোর্ট সাইজের ছবি (ব্যক্তির ক্ষেত্রে ) ও আবেদনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ (যদি থাকে) আবেদন জমা দিতে হবে। জেলার প্রাথমিক যাচাই-বাছাই কমিটি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদন দাখিলের শেষ তারিখের পর ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের সুপারিশসহ কাগজপত্র কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর প্রেরণ করবে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর যাচাই-বাছাই কমিটি জেলা যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশসমূহ যাচাই বাচাই করে পরবর্তি ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। প্রদত্ত অর্থের বিল ভাউচার অডিটের জন্য জেলা প্রশাসকের দপ্তরে সংরক্ষিত থাকবে;

১৩। অনুমোদিত নীতিমালা বাজেট শাখা হতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর বিভিন্ন অনুবিভাগ, এর অধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থায় এবং জেলা প্রশাসকের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে হবে;

১৪। নীতিমালায় যা থাকুক না কেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজস্ব বিবেচনায় বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী/শিক্ষক-শিক্ষিকা/অস্বচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ খাত থেকে অর্থ মঞ্জুর করতে পারবে।

১৫। আবেদন/সুপারিশকে অর্থ প্রাপ্তির অধিকার হিসাবে গণ্য করা যাবে না ।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ১৮/১১/২০১৯ খ্রিঃ
(মুনশী শাহাবুদ্দিন আহমেদ)
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৪.০২.০২৮.১৮-**২৬১**

তারিখঃ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বাং / ০২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল।

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন/মাদ্রাসা/কারিগরি), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা।

৩. মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ/কারিগরি/মাদ্রাসা), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

৬. জেলা প্রশাসক, ..................................................(সকল)।

৭. সহকারী কমিশনার (শিক্ষা), ..................................................(সকল)।

৮. উপ-প্রধান, পরিকল্পনা উইং, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

১০. সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (**উপরিউক্ত নির্দেশনাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন**)।

১১. জেলা শিক্ষা অফিসার,..........................................................................(সকল)।

১২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

02/12/19

(মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্)
সিনিয়র সহকারী সচিব(বাজেট)
☎ ৪১০৫০১২৮